১৬/৮/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

দৈনিক [illegible]

ক্যাম্পাসগুলোয় কেন অশান্তি

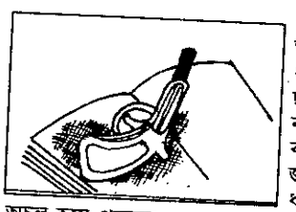

এবার বন্ধ হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যা
অনির্দিষ্টকালের জন্য। গত সোমবার দু
ধরে সেখানে চলেছে ত্রিমুখী সংঘর্ষ– শি
ছাত্রলীগ ও পুলিশের ভয়াবহ সংঘর্ষের
কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে
ব্যাপারে গত মঙ্গলবারের জনকণ্ঠের খ
জানা গেল, সেখানে স্থগিত করা হয়েছে
ধরনের পরীক্ষা। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়টি এ
অচল হয়ে পড়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিল এই অচলাবস্থা। সবে পরিস্থিতির খানিকটা উ
হয়েছে। দীর্ঘ পনেরো দিন অচল থাকার পর গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যা
ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সাত দিনের মধ্যে দ
পূরণের আলটিমেটাম দিয়ে ছাত্রদল গত সোমবার ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে।
১৫ দিন ছাত্রদলের ধর্মঘটে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক কাজকর্ম বন্ধ ছিল, বন্ধ ছি
ক্লাস এবং পরীক্ষা। দেশের অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি এখ
স্বাভাবিক নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখন যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যে
পারে। এই আতঙ্ক বিরাজ করছে সেখানে। জনকণ্ঠের মঙ্গলবারের খবরে জ
যায়, সেখানে বিভিন্ন কর্মসূচী চলছে। একদিকে ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্যের দু
আন্দোলন, অন্যদিকে ছাত্রদলের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট–– এগুলোকে স্তিমি
করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হতে পারে–– শোনা যাচ্ছে এমন গুজ
সংঘর্ষের পরিস্থিতি বিরাজ করছে অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও। খুলনা সিটি কলে
ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ ইতোমধ্যেই একবার হয়ে গেছে। শুধু একটি-দু'টি শি
প্রতিষ্ঠানে নয়, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শুরু হয়েছে অশান্তি। জনকণ্ঠে
সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্ত
৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছে অশান্তির দাবানল। একদিকে সৃষ্টি হ
সংঘাতের পরিস্থিতি, অন্যদিকে পড়াশোনার বারোটা বাজছে। বন্ধ হচ্ছে পরীক্ষ
বাড়ছে সেশনজটের আশঙ্কা। সন্ত্রাসজর্জরিত দেশের প্রধান প্রধান কলেজ
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দেড় লাখ ছাত্রছাত্রী আতঙ্ক, হতাশা আর চরম দুর্ভোগের মধ্
পড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত এক মাসে শিক্ষাঙ্গনে
নৈরাজ্য বেড়েই চলেছে। মেয়াদ পূরণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায় এব
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় থেকেই দেশের শিক্ষাঙ্গনে
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা স্পষ্ট হতে শুরু করে। শোনা যেতে থাকে
ক্যাম্পাসে প্রভাব বজায় রাখা, হল দখলের প্রস্তুতি ইত্যাদির খবর। কিছুদিন আগে
সংঘর্ষ হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংঘর্ষ হয়েছে বগুড়া আযিযুল হক
কলেজেও। নামকরা, প্রাচীন ও বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব ক'টিতে সন্ত্রাসের
ঝাপটা লেগেছে। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ট্রেজারার অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সরদারকে হত্যা এবং কোম্পানিগঞ্জে বদিউল
আলম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দ হাফিজুদ্দিন আহমদকে হত্যার ঘটনায়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনে বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ।
অশান্তির দাবানল জ্বলছে শাহজালাল ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও। শিক্ষাঙ্গনের
এই সামগ্রিক অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজ নিজ
প্রতিষ্ঠানের সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা চালালেও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাঙ্গনগুলোয়
অস্থিরতা নিরসনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তরফ থেকে এ পর্যন্ত কার্যকর কোন
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আমরা মনে করি শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক লেখাপড়ার
পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে
য় কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে কঠোর এবং
নিরপেক্ষ অবস্থান। রাজনৈতিক দলগুলোরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে।
শিক্ষাঙ্গন লেখাপড়া করার জায়গা, পেশী শক্তি প্রদর্শনের আখড়া নয়। সেখানে